উপায়ন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন এম, এ,

উপায়ন

—:০*০:—

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বিদ্যারত্ন এম্-এ,

প্রণীত

২০৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

বরেন্দ্র লাইব্রেরী হইতে

প্রকাশিত

মূল্য ।।৵০

প্রিণ্টার—বি, এন ঘোষ,
আইডিয়াল প্রেস
৮।১।১ মস্‌জিদ্‌ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হৃদয়দেবতার

উদ্দেশে

উৎসৃষ্ট

নিবেদন

মানবের মন বড় বিচিত্র। সম্পদে বিপদে, হর্ষে শোকে, প্রেমে করুণায় ও কাম ক্রোধ প্রভৃতিতে ইহা নিয়তই অভিভূত হইয়া থাকে; তাহাকে ধীর স্থির একনিষ্ঠ রাখা বড় কঠিন ব্যাপার। এই সব ভাব লইয়াই ত সংসার, এই সব অভিজ্ঞতাই সুসংস্কৃত ও ছন্দোবদ্ধ হইয়া কাব্য সাহিত্যের সৃষ্টি করে।

এই অভিজ্ঞতা-প্রকটনের প্রকার ভেদে কাব্যের উৎকর্ষা-পকর্ষের তারতম্য নির্ণীত হয়! যে গুণের প্রভাবে পাঠমাত্র অর্থবোধ হইয়া হৃদয়কে রসার্দ্র করিয়া তোলে, তাহাকে প্রসাদ গুণ কহে! শব্দের শক্তিও বড় বিচিত্র। কথিত আছে যে "একটী শব্দ সুপ্রযুক্ত হইলে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে কামধুক্ হইয়া থাকে।" ফলতঃ এমন শব্দ প্রয়োগ করিতে হয় যাহাতে কেবল বর্ণনীয় বিষয় ব্যতীত আরো অনেক অবান্তর বিষয়ের আলো পড়িয়া মনকে রঞ্জিত করিতে পারে। এই ব্যঞ্জন বা ধ্বনন উৎকৃষ্ট কাব্যের সম্পত্তি। কষ্টান্বয় শ্রুতিকটুতা গ্রাম্যতা প্রভৃতি দোষ সর্ব্বথা পরিহেয়। কালিদাস প্রভৃতি সৎকবি দিগের রচনা ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

এই পুস্তকের কতকগুলি কবিতা সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কয়েক পৃষ্ঠাতে আমি মনের যে ভাবগুলি যে ভাবে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, তাহাতে

ফলতা লাভ করিয়াছি কিনা বলিতে পারি না। এক্ষণে এই য়াস সুধীগণের নিকট একেবারে উপেক্ষিত না হইলেই শ্রম ার্থক জ্ঞান করিব।

সতর্কতা সত্ত্বেও দু'চারিটী ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে, যথা ০ পৃষ্ঠায় ৫ লাইনে 'মহী'র স্থানে 'যহী' হইয়াছে, ২৮ পৃষ্ঠায় ১৪ লাইনে 'মরণ' জীবন' হইবে, ৪১ পৃষ্ঠায় ৩ লাইনে 'দীপের' ূর্ব্বে 'সে' অক্ষরটী ভাল উঠে নাই; এইরূপ ত্রুটি গুলি াঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন। ইতি—

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ সাল।
৭-বি ষ্টার লেন, কলিকাতা।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

সূচিপত্র

উপায়ন।

দেবীবাক্

অতীতের কুহেলিকাতমোবৃত সুদূর উষায়,
ভারতের তপোবনে, প্রকৃতির অনন্ত লীলায়
আত্মহারা মন্ত্রদৃক্ ঋষিদের ঋক্‌সামগানে,
স্বর্গ হতে নেমে এলে ধীরে দেবি! মরতের পানে।

নিভৃত তমসাতীরে বিগলিত ক্রৌঞ্চীর ক্রন্দনে
তাপস-হৃদয়ে পুন আবির্ভাব তব সঙ্গোপনে,
পরিণত নবছন্দে বাহিরায় গূঢ় ব্যথা শোক,
আদি-কবি ভাবাবেশে উচ্চারিলা অভিনব শ্লোক।

বিরহের মন্দাক্রান্তা ভাষা ক্রমে অমন্দ ব্যাকুল
বিলাপে কাঁদায় বিশ্ব, মর্ত্ত্য হতে প্রেমতরুমূল
উঠি গিয়া ঠেকে স্বর্গে, সুধারস-মধুর নির্ঝর,
কবিবৃষ বরপুত্রে বরদানে করিলা অমর।

তারপর কত কবি সেবি' তব চরণযুগল
ধন্য হইয়াছে, তোমা' সাজায়েছে অর্ঘ্যপুষ্পদল
স্রগ্‌দাম চন্দন ঢালি, করিয়াছে তব নীরাজনা
ধূপদীপে শঙ্খরবে, স্তুতিগাতি মঙ্গলবন্দনা।

তব অনুগ্রহলব্ধ নব-নব-উন্মেষ-শালিনী-
প্রতিভাস্ফুরণে মুগ্ধ জগত্‌ আনন্দ-মন্দাকিনী-
অমৃত-শীকরাসারে সিক্ত করি' শান্ত নিরমল
সঞ্জীবিত কর নিত্য, ব্যর্থ হয় পাপের গরল।

শব্দ নিত্য, নাদবিন্দু হতে সৃষ্ট এ বিশ্ব সংসার,
শব্দ ব্রহ্ম, তুমি তাঁর অজর অমৃত কলাসার ;
প্রণবের মহাগীতি মহাশূন্যে উঠে তরঙ্গিয়া,
কি অমৃতধারা নিত্য পড়িতেছে তা হ'তে ঝরিয়া

ভারতী দেবতা বাক্ অনক্ষরা তুমি সরস্বতী,
বেদের সে পরা বিদ্যা নিস্তমস্কা মূর্ত্তি জ্যোতিষ্মতী,
কুন্দেন্দুতুষারশুভ্রা পুরাণের সিতাব্জবাসিনী,
হংসবীণাপ্রিয়া বাণী, নমি তোমা, জাড্যবিনাশিনী

কালিদাস

ভারতীর বরপুত্র, কবিতাকাননে
যে ফুল ফুটালে তুমি, সৌরভে বরণে
অপূর্ব্ব অতুলনীয়, সন্তান মন্দার
পারিজাত আদি ফুল তার কাছে ছার ;
সুরপুষ্প নরভাগ্যে খ-পুষ্প অলীক,
দেবনর-সমভোগ্য ইহা শাশ্বতিক।

ঋতুলক্ষ্মীদের লভ তুল্য আশীর্ব্বাদ,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকরে নাহি অবসাদ,
প্রাবৃট্ জাগায় তীব্র বিরহ বেদনা
তব মনে, শান্ত হও শারদ জোছনা
মাখি গায়, ধ্যান মগ্ন হেমন্ত শিশিরে,
তপোভঙ্গ পুষ্প-গন্ধে বসন্ত-সমীরে।

তখন অধীর, হেরি অরুণার্করাগ
বসন প্রিয়ার, অঙ্গে লাবণ্য-বিভাগ,
চম্পক-অঙ্গুলি-ধৃত লীলা-পদ্ম, হার,
নীলালকগুচ্ছে গেঁথা নব কর্ণিকার,
বিম্বাধর, পয়োধর কুসুমস্তবক,
বিলাস-বিলোল দৃষ্টি, অনঙ্গদীপক।

চাপল্য নিমেষ মাত্র, কঠোর সংযম-
রুদ্ধচিত্তে বাসনারে হইয়া নির্ম্মম
দগ্ধ করি' কোথা তুমি হও নিরুদ্দেশ,
বিমূঢ়া লাঞ্ছিতা প্রিয়া তাপসীর বেশ
ধরি সহে ক্লেশ, বুঝে আপনার ভুল,
রূপে নহে, ধর্ম্মে রহে বদ্ধ প্রেমমূল।

রূপোন্মত্ত-রাজ-প্রেমমুগ্ধ-শকুন্তলা
না বুঝে এ তথ্য, সহে কি ক্লেশ সরলা!
স্বরগে তাপের জ্বালা জুড়াতে সে যায়,
জর্জ্জর শোচনাবিষে রাজা ক্ষিপ্তপ্রায়,
বিরহের দীর্ঘব্রত হয় উদ্‌যাপন,
পুণ্য মন্দাকিনী-তীরে দোহাঁর মিলন।

প্রেমচিত্রাঙ্কনে তব নিপুণ তুলিকা,
অগ্নিমিত্র কি কৌশলে লভে মালবিকা,
পুরূরবা উর্ব্বশীরে পাইয়া হারায়,
লতার অন্তরে প্রেম আবার জাগায়।
উজ্জয়িনী বঙ্গ কিংবা কাশ্মীর কেবল
নহে, ধন্য তব জন্মে ভারত-মণ্ডল।

সূর্য্যবংশ-নৃপকুল-বর্ণনা-চাতুরী
খ্যাপয়ে পাণ্ডিত্য তব কবিত্ব-মাধুরী ;
বনপথ. দিগ্‌বিজয়, স্বয়ম্বর-মেলা,
পুণ্য রাম-কথা, রাজবালা-জলখেলা,
বিমান-ভ্রমণ-চিত্র, নয়-ধর্ম্ম-জ্ঞান,
চরম প্রতিভাস্ফূর্ত্তি প্রকাশে সমান।

বিরহ-বেদনা-ভরা করুণ সঙ্গীতে
ক্ষুব্ধ মুগ্ধ স্তব্ধ বিশ্ব, শপ্ত যক্ষচিতে
বর্ষার আঁধার ছায়া নামেনা কেবল,
দেশকালনির্ব্বিশেষে বিরহীর দল
ব্যাকুলিত করে তব মেঘমন্দ্র সুর,
উন্মত্ত বেদনা-ম্লান উদাস বিধুর।

প্রভাত মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা রবি শশী তারা
প্রকৃতিপূজক তোমা' করে আত্মহারা ;
কাবেরী সরযূ রেবা শিপ্রা বেত্রবতী
মালিনী যমুনা গঙ্গা সিন্ধু সরস্বতী,
কত নদী নদ হ্রদ ভূধর নগর,
কত বন দেশ দ্বীপ বর্ণিলে সাগর।

সৌন্দর্য্যের উপাসক হে চির নবীন,
উপমাচিত্রণে তুমি উপমাবিহীন,
চিরদিন অবন্তীর হর্ম্ম্য-বাতায়নে
কটাক্ষ ভ্রমর-কৃষ্ণ ফুটিবে, প্রাঙ্গণে
ধ্বনিবে মঞ্জীর-শিঞ্জা, দিবে মেঘ আসি,
রৌদ্ররক্ত পুষ্পলাবীমুখে ছায়ারাশি।

রজনী

দীর্ঘ দিবা অবসান, রবি অস্তে যায়,
আকাশ ছাইয়া গেছে রক্তিম আভায়,
সৌধচূড়া বৃক্ষশির লাল হয়ে গেছে,
হোলি খেলে যেন গায় আবির মেখেছে;
কি আশ্চর্য্য, লাল হয়ে উঠেন তপন,
লাল হয়ে অস্ত যান, একই বরণ;
মহতের একরূপ সম্পদে বিপদে,
খল ভিন্নরূপ বেশ ধরে পদে পদে।
গোপাল গোপাল লয়ে মাঠ হতে আসে,
পথ করি ধূলিপূর্ণ এ পাশে ও পাশে,

পাংশু কিন্তু অপাংশুল, একি চমৎকার,
প্রাচীন বায়ব্য স্নানে উহাই ত সার ;
গোধূলি পবিত্র অতি এখনো সংস্কার,
সন্ধ্যা বিবাহাদি যবে হয় প্রশংসার।
ডুবু ডুবু সূর্য্যে চাহি, মুখে বেদগান,
দাঁড়ায়ে করিছে বিপ্র তাঁর উপস্থান ;
পাখীদের কলকলে নীড় তরুচয়,
ঝিল্লীরবে চারিদিক মুখরিত হয়।
গোধূলির ছায়া ক্রমে ধূম্র হয়ে ভাসে,
আকাশ হইতে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসে
নব বধূটীর মত, ব্রীড়ায় রক্তিম
শান্ত নত মুখখানি, মাধুরী মহিম-
মণ্ডিত ললাটে টিপ্ দীপ্ত তারকার,
তমোনীলাম্বরে ঢাকি' তনু আপনার ;
বেজে উঠে ঘরে ঘরে শংখ সুমঙ্গল,
বরণ করিয়া লয় প্রদীপ উজ্জ্বল ;
সব চেষ্টা কলরোল ক্রমে থেমে যায়,
রজনী শান্তির করে শ্রান্তিকে ঘুচায়।
সন্ধ্যা তার লজ্জা ভয় সঙ্কোচ ভেঙ্গেছে,
সেবিকা করুণাময়ী রজনী সেজেছে ;

কখন মলয়ানিলে করিয়া বীজন,
শ্রান্তক্লান্ত ব্যথিতেরে করয়ে সান্ত্বন ;
কখন সে হাস্যময়ী, চন্দ্রিকাবসন
তারা-চন্দ্রমণি-হার পরিয়া শোভন
ভুলায়, কখন ঘোর কৃষ্ণ অন্ধকার-
আবরণে তোষে মন অভিসারিকার ,
চামেলী রজনীগন্ধা কামিনী বকুল
যুঁই বেলা গন্ধরাজ চাঁপা আদি ফুল্—
গন্ধে ভর ভর দেহ, কভু মদালস,
বিলাসবিহ্বল অঙ্গ শিথিল অবশ ;
কভু বিরহিণী মত পাণ্ডু পয়োধর,
আঁধার-মলিন বস্ত্র, কদম্বকেশর—
রোমাঞ্চিতা, তপ্তশ্বাস, কাঁদিয়া আকুল,
ঝর্ ঝর্ অশ্রু ঝরে, ভাসায় দুকূল ;
কখন খণ্ডিতা ক্ষিপ্তা, ভ্রূকুটী ভীষণ,
বজ্রদন্তে কড়্কড়ি' করয়ে গর্জ্জন,
নয়নে বিদ্যুৎ বহ্নি, ভয়ঙ্করী লীলা,
প্রলয় করিতে চায়, ছোঁড়ে হিমশিলা ,
কভু যোগিনীর বেশ, ধ্যানমগ্ন ধীর,
নীহারের ভস্মমাখা, সর্ব্বাঙ্গ সুস্থির,

তুষারধবল দেহ, সমাধিশীতল,
তব রূপ জানিবার প্রয়াস বিফল।
অজ্ঞাতা অচিন্ত্যরূপা অয়ি নিশীথিনি,
ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যের হে অধিকারিণি!
তুমি সাধকের প্রাণ, সাধনার ধন,
পাপের বিলাসস্থলী, পুণ্যপ্রস্রবণ,
শোকচিন্তা-চিতাগ্নির ভীষণ শ্মশান,
প্রেতপেচকের তুমি আশ্রয় প্রধান;
সুষুপ্তির ঘোরে যবে মগন সবাই,
মাতৃসম রক্ষা কর, চোখে ঘুম নাই।
হে রজনি! স্নেহময় শান্তিময় কোলে
তুলে লও, মন মম অবিরত দোলে
সংসার-আবর্ত্তে, শ্রান্ত-ভ্রান্ত অতিশয়,
কোলে লয়ে শান্ত কর ব্যাকুল হৃদয়।
হে রাত্রি প্রলয়ঙ্করি! বরাভয় রূপ
দেখাও অধমে তব, কিঞ্চিৎ স্বরূপ
কর প্রকাশিত, মোর মোহ আবরণ
দূর হোক্, তৃপ্ত হোক্ তৃষিত নয়ন,
নিরাশায় জাগিয়াছি কত দীর্ঘ যাম
তব প্রতীক্ষায়, কিন্তু মুরতি সুঠাম

তব চিরদিন দূরে রহিল অজ্ঞেয়
সুদুর্লভ, যাহা মোর কাম্য নিত্য ধ্যেয়,
দয়া করি একবার বাসনা পূরাও,
মনের সকল খেদ বিষাদ ঘুচাও।

ভবভূতি

সুদূর দক্ষিণাপথে পদ্মপুরস্থায়ী,
সোম-পীথী তৈত্তিরীয়-বেদশাখাধ্যায়ী,
বাজপেয়যাজী ভট্টগোপাল-পুত্রজ,
জাতুকর্ণী-নীলকণ্ঠ-কাশ্যপ-আত্মজ,
ভবভূতি সুধীশ্রেষ্ঠ শ্রীকণ্ঠ-লাঞ্ছন,
কবিকুল কর পূত হে পংক্তি-পাবন!

উজ্জয়িনী তীর্থক্ষেত্র, কবিপুণ্যবাস,
অর্জ্জয়ে অজর কীর্ত্তি যেথা কালিদাস,
মহাকালে কালপ্রিয়নাথের উৎসবে,
যে নাটক বিরচিয়া সন্তোষিলে সবে,
মিটাবে প্রাণের ক্ষুধা তাহা চিরদিন,
পূজিবে জগৎ তব চরণ-নলিন।

"মহাবীর"শ্রীরামের যে পূর্ব্বচরিতে
প্রতিভা পাণ্ডিত্য খ্যাতি চাহি' প্রকাশিতে,
বিফল হইয়া দর্পে উচ্চারিলে বাণী,
"কাল নিরবধি, মম সমধর্ম্মা প্রাণী
বিপুল ধরায় কেহ আসিবে এসেছে
আমারে বুঝিতে," তাহা সফল হয়েছে।

করুণরসের উৎস, কবি মহাপ্রাণ,
শৃঙ্গারে সংযত, কিবা আদর্শ মহান্ ;
হৃদয়-মর্ম্মের গ্রন্থি শোকে ছিঁড়ে যায়,
অন্তরে ঝটিকা উঠে প্রলয় বাঁধায়,
বজ্রেরও হৃদয় হয় দলিত স্ফুটিত,
গ্রাবাও ক্রন্দন করে তোমার সহিত।

প্রকৃতির রুদ্রলীলা-বর্ণনে চতুর,
যুগান্ত-বৈদ্যুত-বহ্নি, ভূধর বন্ধুর,
ভীষণ শ্মশান, ভীম সরিত-সঙ্গম,
শ্বাপদ-প্রোচ্চণ্ড-স্বন, কান্তার দুর্গম
ভীষণ-আভোগ-রুক্ষ, করিলে প্রকাশ,
অজগরস্বেদে যেথা মত্ত কৃকলাস।

তুমি বেদবেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রবিত্,
"মালতী মাধবে" কর প্রকাশ কিঞ্চিত্
গাঢ় তন্ত্রজ্ঞান, কত অতীত আচার,
স্ত্রী-শিক্ষা বিবাহ ধর্ম্ম হেরি চমৎকার,
"উত্তরচরিতে" পূজ কিছু না ডরিয়া
বশিষ্ঠকে গোমাংসের মধুপর্ক দিয়া।

কি সুন্দর ছায়াচিত্র আঁকিয়াছ তুমি,
বিরহমিলন-সিন্ধু পরস্পর চুমি'
সমপ্রবাহিত যেথা, যমুনা গঙ্গার
কৃষ্ণশুভ্র উর্ম্মিমত মিলেছে, কলার
অপূর্ব্ব উদার সৃষ্টি, ইহা অতুলন,
কি দীপ্ত কল্পনারক্ত প্রতিভাতপন!

চকিতা অম্বুদনাদে ময়ূরীর প্রায়,
পতিরবে উন্মাদিনী দীনা প্রিয়া ধায়,
ধবলবহলমুগ্ধা দুগ্ধকুল্যাপারা
অনিমেষ প্রেমদৃষ্টি-কিরণের ধারা-
প্রবাহে দয়িতে স্নাত করাইয়া হরে
মূর্চ্ছাতমঃ সুধালেপ-মাখা হিম করে।

নৈরাশ্যের ঔদাসীন্য, বিরহের ব্যথা,
অভিমান, কলুষতা, অপমান-কথা,
সুখদুঃখ যুগপৎ হৃদয়ে উথলে,
শেষে সব ডুবে যায় প্রেমসিন্ধুতলে,
শোচনাকরুণ প্রিয়-প্রণয়-বচন
হৃদে করে মধুধারা সবিষ বর্ষণ।

আবরণ-নাশে স্নেহসারে অবস্থিত,
হৃদয়-বিশ্রামস্থল, জরার অতীত,
অদ্বৈত সুখে বা দুঃখে, প্রেম সুমঙ্গল,
তরঙ্গ বুদ্‌বুদ্‌ ফেন হয় যথা জল
সেরূপ নিমিত্তভেদে স্নেহাদি আকার,
এক করুণের সব, করিলে প্রচার।

সমুদ্র

হে জলধি ! তব রূপ উন্মাদন গম্ভীর চঞ্চল,
করেছে কবিকে কত মন্ত্রমুগ্ধ পাগল বিহ্বল ;
কি রহস্য প্রহেলিকা গুপ্ত আছে তব নীল জলে,
সুপ্ত হৃদয়ের যত আশা তৃষা পিয়াসা উথলে।

বিশ্ব যবে লুপ্ত ছিল, ছিল শুধু মহাশূন্য ব্যোম
সূচিভেদ্য তমোলিপ্ত, নাহি তারা নাহি সূর্য্য সোম,
ব্রহ্মের সমাধিঘন ভাবরাশি গলিয়া প্রথম
প্রকাশিলা তোমা', কিবা অবিজ্ঞেয় অপূর্ব্ব জনম।

তখন উল্লাস গর্ব্বে যে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভিলা,
সমভাবে চলেছে সে, অন্তহীন তব রুদ্রলীলা ;
রবিপ্রভ স্বর্ণ-অণ্ড, ভাতি' সেই কারণ-সলিল,
প্রসবিলা পিতামহে, ক্রমে বিশ্ব শোভিল নিখিল।

প্রলয় হুঙ্কারে বিশ্ব গ্রাসিবারে নাচিতেছ যেন,
বিনাশে বিধ্বংসে তব সাধ কেন, মতি ঘৃণ্য হেন ?
ইহাতে কি সুখ লভ, ব্যথা কিছু হয়না তোমার ?
বৃথা নিন্দি', ক্রীড়নক হস্তে তুমি অদৃষ্ট-ধাতার।

মন্থক্ষত হইয়াও কর দেবে অমৃতে অমর,
বিপন্ন মহীধ্রে রক্ষি' কীর্ত্তি-শৈল স্থাপিলা অক্ষর ;
হর্ষসান্দ্র মন্দ্ররবে মধুশ্চ্যুত শিশির সমীরে,
সেবাসত্রে দীক্ষিত হে, ক্ষুব্ধে কর লুব্ধ শান্ত ধীরে

া পূর্ণ, রিক্ত নহ কভু, সৌম্য সোমের জনক !
ষ নীল, বহ্নিদগ্ধ অঙ্গ, তবু আশ্রিত-পালক ;
াণাক্ত বারি বটে, কিন্তু যদি রিক্ত হ'তে, তবে
ভৎস দুর্লক্ষরূপ কলঙ্ক রটিত তব ভবে ।

লয়-সলিলে তব পুন যবে বিশ্ব লীন হবে,
ম মরিবে না, একা ধ্বংসস্তূপ বক্ষে লয়ে রবে,
স্কন্ধ-সতী শিব যথা, উর্ম্মিবাহু তুলি' রাত্রিদিন
াকুল বিলাপ-গীতি গর্জ্জিবে, উদ্বেল শ্রান্তিহীন ।

াকাশ, একক সঙ্গী, শুনিয়া সে করুণ ক্রন্দন,
চারি অশ্রুবিন্দু হয়ত বা করিবে বর্ষণ ;
ন্ধ বুঝি বিশ্বম্ভর আসি শেষে শেষ-শয্যা পাতি'
দ্রিবেন, বক্ষ তব শান্ত করি, করজালে ভাতি' ।

মে আকাশের সখ্য তব সনে হবে বদ্ধমূল,
গুণে উভয়ের বর্ণ দেহ প্রায় সমতুল ;
নপুঞ্জ তারা হয়, কুণ্ডলিত শেষ শশী, আর
ারি কলঙ্কচিহ্ন, তুল্যরূপ নীলিমা, বিস্তার ।

আকাশ-সখাকে বাঁধি' বাহুডোরে মহা আলিঙ্গনে,
সুদূর অনন্ত পানে ছুটিতেছ, নিভৃত নির্জ্জনে
মরমের যত ব্যথা, গূঢ় কথা জানায়ে নিভাও
তাপজ্বালা, শান্তিহিম-ফল্গু-পূরে কোথা ডুবে যাও।

মর্য্যাদা-পালক! কভু নাহি লঙ্ঘ বেলা বননীল,
বিশেষ বিক্ষোভে তবু অমলিন রূপ অপঙ্কিল;
চিরস্বচ্ছ হে নির্ম্মল তপোবৃদ্ধ পাপের অতীত!
সামধ্বনি মুখে নিত্য অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত।

কভু হরিতাভ নীল হিমশুভ্র বাড়ব-রঞ্জিত,
কভু শান্ত, ক্ষুব্ধ কভু, মেঘস্তম্ভ-আবর্ত্ত-মণ্ডিত,
অনন্ত অবর্ণনীয় পরিণাহ স্বরূপ তোমার,
কোথা শেষ সীমা রেখা? তুমি মহী-রত্নচন্দ্রহার।

"অধৃষ্য ও অভিগম্য যাদোরত্নে" উক্তি মিথ্যা আ
তরিছে, করিছে তোমা' সারশূন্য, কোথা রত্নরাজি
যে রত্ন ধর গো বক্ষে তার কাছে অন্য রত্ন ছার,
অধৃষ্য অজ্ঞেয় রুদ্র রবে চির, তোমা' নমস্কার।

সাবিত্রী

হে দেবি! জানিয়া নিজ অদৃষ্ট-লিখন,
কি সাহসে কি হরষে করিয়া অর্পণ
বরমাল্য, অরিষ্টের কবচ অক্ষয়,
পতিরে লইলে বরি', এতটুকু ভয়-
সংশয়-বিকল্প-মেঘ হৃদয়-আকাশে
উদিল না, শোচনার তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে
বিম্বাধর হইল না ম্লান একবার,
শীতে কিশলয় সম মাধবীলতার?

প্রভঞ্জনে ভাঙ্গে তরু, পর্ব্বত অটল,
সেইমত দ্বৈধীভাব-শূন্য অচঞ্চল
দুর্ব্বার সঙ্কল্পে দৃঢ় বাঁধিয়া হৃদয়
প্রবেশিলে অনিশ্চিত অন্ধকারময়
ভীষণ কণ্টকাকীর্ণ ভবিষ্যত পথে,
নির্ভীক আনন্দে চড়ি' মনোরথ-রথে,
কি ধর্ম্ম-বিশ্বাস, তেজ কি গৌরবময়,
অলৌকিক সুগভীর কি আত্ম-প্রত্যয়!

ঐশ্বর্য্যের খরদীপ্ত উল্লাস-আলোক
উপেক্ষি', স্বেচ্ছায় ডুবে দুঃখদৈন্য-শোক-
দারিদ্র্যের ঘন কৃষ্ণ ভীষণ আঁধারে
রহিলে, তাপসীমত আচারে বিচারে
শুদ্ধপূতা, সুদুশ্চর আসিধার-ব্রতে
দীক্ষিত হইয়া, এই পাপের মরতে
পুণ্যের অভয়বাণী প্রেমের বিজয়,
ঘোষিলে দেখালে সবে প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।

কি প্রেম সে, তুচ্ছ করে যাহা ভয়ঙ্কর
কালের করাল রূপ, নাহি করে ডর
মৃত্যুর ভ্রূকুটী ভঙ্গী, যাহা লুব্ধ নহে
প্রলোভন-মধু-বাক্যে, নিত্য তৃপ্ত রহে
সুখে দুখে, প্রতিষ্ঠিত দেব-মহিমায়,
স্বার্থগন্ধ মলিনতা কিছু নাই তায়,
অকৈতব, অহেতুক, শ্রেষ্ঠ রসায়ন,
অমৃত ভেষজ ইহা, মৃত সঞ্জীবন।

জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী রাত্রি, অন্ধকার
হইয়াছে কৃষ্ণতর, অশেষ প্রকার
তরু-লতাকীর্ণ-বন-বর্হি-করি-কুল-
নীলিমায়, একাকিনী ভাবনা-আকুল,

হৃদয়ের মর্ম্মন্তুদ চাপিয়া বেদন
প্রতিজ্ঞা-প্রদীপ্ত-চিত্তে, ভয়ে অকম্পন,
সম্মুখে মৃত্যুকে রাখি, মৃত্যু কোলে করি,
অপূর্ব্ব সতীত্বতেজে, রহিলে সুন্দরি!

কি বর্ণে, কি তূলি দিয়া আঁকিয়াছে কবি
ভুবনমোহন এই মধুময় ছবি!
কতকাল গেছে চলে, যুগ ব্যবধান,
সমভাবে উঠে সেই প্রেমের তুফান,
হৃদয়-বারিধি মাঝে বিশ্ব-মানবের,
প্রথম উঠিয়াছিল যবে ভারতের
হিয়াকে প্লাবিয়া, আজো তেমনি বিধুর
মুগ্ধ করে চিত্র এই অমর মধুর।

সাবিত্রী সবিতৃকররঞ্জিত-মণ্ডল-
মধ্যস্থা গায়ত্রী-রূপা, চঞ্চল তরল
বিদ্যুৎ-বিলাসমত ঝলসি' নয়ন
ক্ষণিক প্রভায়, পুন হও না মগন
গভীর আঁধারে, ধীর স্থির নিরমল
জোতিবিভাসিতা, বিশ্ব-তপস্যা-মঙ্গল

পুণ্যফল একীভূত রাশীকৃত হয়ে
আসিলে লাবণ্যময়ী পূত মূর্ত্তি লয়ে।

প্রেমের সে সিদ্ধমন্ত্র, হে ব্রহ্মচারিণি,
জপিয়া চৈতন্য দিয়া, বিচিত্র-রূপিণী
শক্তিতে সজীব করি' যহী মহনীয়
করিলে যেদিন, তাহা রবে স্মরণীয়,
"মেঘশ্যাম আষাঢ়ের প্রথম দিবস"
রহে যথা ; প্রতিগৃহ হউক সরস
নবীন আনন্দ-পূত উৎসব-মুখর
শান্তিমন্ত্রে, দূরে যাক্ পাপ নিশাচর।

অদৃষ্ট

ধরাভরা ক্রন্দনের করুণ বিরাট্
ধ্বনি উঠে মহাশূন্যে, বিশ্বের সম্রাট্
মণিহেম-সিংহাসনে বসি' নির্ব্বিকার
শুনিছেন ; দেব কোন পার্শ্বচর তাঁর
উঠিয়া কহিলা তবে, জুড়ি' দুই কর ;

"একি অপরূপ তব লীলা মনোহর
বুঝিতে নারিনু বিভো! করে হাহাকার
সৃষ্টি তব নানা কষ্টে, কেন নির্ব্বিকার
দয়া মায়াহীন এত কঠোর নির্ম্মম?
এ নহে ত তবরূপ বিকৃত বিষম!"

কহিলা বিশ্বের পতি, "শুন বৎস সার,
জন্মজরাব্যাধি মৃত্যু বিবিধ প্রকার
অনর্থ ঘিরিয়া রহে বিশ্বের মাঝারে
সৃষ্টির প্রভাত হতে, তাহারে নিবারে
হেন শক্তি কার? কর্ম্ম কার ফলদান
নিজ নিজ, সৃজনের এই ত বিধান,
তাহারে খণ্ডিতে চায় মানব অজ্ঞান,
দুঃখ পাশরিতে চাহে? করুক সন্ধান,
মিলিবে উপায় তার; করিয়া নূতন
অদৃষ্ট গড়িতে নিজ করুক যতন।

"অদৃষ্ট গড়িয়া তোলা নূতন ত নয়,
বিশ্বামিত্র কবশাদি * কত সদাশয়

* দাসীপুত্র কবশ বেদোক্ত ঋষি, যাঁহাকে বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন, "ত্বং নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি।"

ত্যাগী সাধুসন্ত নাম ভাতিছে উজ্জ্বল !
দয়া মৈত্রী শম দম কোথা পুণ্যবল ?
কামে ক্রোধে লোভে স্বার্থে অন্ধ হয়ে গেছে
ধরা আজ ভরা তাই দুঃখে, সহিতেছে
অবিরাম বিষজ্বালা, শান্তি সুধাধারা
পাবে কোথা ? কভু কৃত কর্ম্মপরম্পরা
মিথ্যা হইবার নয় ; হোমানল-শিখা
দহে শুধু আহিতাগ্নি-পাপমসী-লিখা।

"কঠোর নির্ম্মম আমি নহি ত কখন,
কাতরে ডাকিলে ফেলি' রহি কতক্ষণ ?
কিন্তু হায় ডাকে কেবা ডাকার মতন ?
মস্‌জিদে গির্জ্জায় হয় মন্দিরে পূজন,
সত্যবটে, অনুষ্ঠান ত্রুটি নাহি রয়,
কিন্তু মনপ্রাণ কোথা ? সব জড়ময়,
বেদনা চেতনা কোথা আত্মসমর্পণ ?
কিছু নাহি, সব ফাঁকি, অদৃষ্ট-পূরণ—
হরণ-সমর্থ আমি, পুরুষ শাশ্বত,
ভাঙ্গি গড়ি, খেলা করি, নিজ ইচ্ছামত।

"অদৃষ্ট নহে ত দৃষ্ট, সংস্কার প্রাক্তন
অপ্রত্যক্ষ অনুমেয়, ছাড়ে কি কখন ?
মৃগমদবাসনায় বাসিত বসন,
ক্ষালিত হলেও, গন্ধ ছাড়ে না আপন।
রজ্জুবদ্ধ ধেনু ঘোরে সীমা মধ্যে তার,
স্বাধীন সে তারি মধ্যে আহার বিহার
আদি কার্য্যে, কর্ম্মসূত্রে বাঁধা বিশ্ব যাহা
দুশ্ছেদ্য অন্যের, মোর সুখচ্ছেদ্য তাহা ;
লীলা মোর এই সৃষ্টি ক্ষণিক গত্বর,
অদৃষ্টের পরিহাস বিশ্বচরাচর।"

বাসনার বিড়ম্বনা

কি ভীষণ গ্রীষ্মতাপ ! চক্ষু ঝলসে
প্রখর রবির তেজ, অগ্নি বরষে,
আকাশ রুধির-আঁকা, বাতাস আগুনমাখা,
পর্জ্জন্য দেবেরে ডাকি, "তব পরশে
শীতস্নিগ্ধ হোক্ ধরা অমৃত রসে"।

নামিল বৃষ্টির জল সহস্রধারে,
চারিদিক ডুবে গেল ঘন আঁধারে ;
কোথা বহ্নিপিণ্ড রবি নিদাঘের রুদ্র ছবি ?
জগৎ ভাসিয়া শেষে গেল আসারে,
করকা বিদ্যুৎ বজ্র কেবা নিবারে ?

ভয়ে পুন ডাকি দেবে, "ঘন বরষা
নাশি' স্নিগ্ধবায়ু দাও", এল সহসা
প্রচণ্ড ঝড়ের বেগ, কোথা উড়ে গেল মেঘ,
আঁধার বিগত ক্রমে, হয় ফরসা,
জলে ভিজা বন্ধ এবে, হল ভরসা।

কিন্তু এক নব ভয় উদিল মনে,
ঢের ভাল ছিল কষ্ট বৃষ্টি পতনে,
জীর্ণ কুঁড়েখানি হায় বুঝিবা উড়িয়া যায়,
আতঙ্কে হৃদয় কাঁপে, কি যে কুক্ষণে
উঠিল প্রলয় ঝড়, থামে কেমনে ?

হল শান্ত ক্রমে ঝড়, কিন্তু ভাবনা
নূতন করিয়া দেয় মনে যাতনা ;
ছেঁড়া কাঁথা হাঁড়িকুঁড়ি হয়েছে তালের নুড়ি,
হয় হোক্, মম নব কাব্যরচনা,
ভাতভিত্তি, হল নষ্ট, কি বিড়ম্বনা !

বসে বসে ভাবি মনে বিধির খেলা,
জগতে সকলি ভাল, করনা হেলা,
মায়া মিথ্যা, হর্ষসুখ হাসি কান্না শোক দুখ ?
কে বলিল ? সত্যরূপ এ বিশ্বমেলা,
হৃষ্টমনে কর্ম্ম কর, যায় যে বেলা।

বাসনার অন্ত নাই, কত সে ধরে
নিত্য নব নব রূপ, প্রলুব্ধ করে
নানামতে নরে সে যে, সুন্দরী মোহিনী সেজে,
মুগ্ধ থাকা মূঢ়-ধর্ম্ম, সাধু অন্তরে
অগ্রে চল, উঠ গিয়া কীর্ত্তি-শিখরে।

মৃত্যু

ভীষণ সুন্দররূপে ভরিয়া ভুবন,
হে মৃত্যু দেবতা,
উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতেছ সর্ব্বদা আপন
বিজয় বারতা,

তোমার দারুণস্নেহ-আনায়-বিস্তার
ব্যাপ্ত চারিভিতে,
বদ্ধজীব ভবপারে তব স্নেহধার
ধাইছে শুধিতে।

বিচিত্র-জীবন-নাট্য-অভিনয়-শেষে
যবনিকা-পাত
করি', নেপথ্যের পথে কোন্ দূরদেশে,
ডাকি' ধরি হাত
লয়ে যাও নটগণে, পাঠাও আবার
অভিনব সাজে
সংসারের রঙ্গভূমে, সমর্পিয়া ভার
নিজ নিজ কাযে।

ধর্ম্মরাজ তুমি দেব, হয়ে আসে ক্ষীণ
ধর্ম্মরশ্মিজাল,
"শতায়ু পুরুষ" ছিল, ক্রমে দিন দিন
কমে আয়ুকাল ;

তোমার কি দোষ, যদি শুনিয়া আহ্বান,
না ফুরাতে বেলা,
মহাপথে করে জীব অকালে প্রয়াণ,
সাঙ্গ করি খেলা ?

সমদৃষ্টি তুমি, কিন্তু জ্ঞানসারহীন
মানব দুর্ব্বল,
হেরি তোমা', পাপতাপ-জর্জ্জর মলিন
হয় যে বিহ্বল ;
তব রুদ্র শক্তি ক্ষুদ্র জীব চিত্তবান্
কিরূপে বা সয় ?
গ্রাবা ও কাঁদিয়া উঠে, হয় দুইখান
বজ্রেরো হৃদয়।

ক্ষুদ্র মন্দাকিনীধারা, সন্তান-মন্দার-
সুরভি শৈশব,
ত্রিদিব-লাবণ্য-কণা, মরুভূ-সংসার-
উৎস অভিনব,

বালার্ক-অরুণ-রাগ-চ্ছুরিত শোভন
জীবন প্রভাত,
করে বিড়ম্বিত ঝঞ্ঝা করকাবর্ষণ
অশনি-সম্পাত।

দেহের অযত্নসিদ্ধ রত্ন-অলঙ্কার,
যৌবন মোহন,
স্নেহ-প্রেম-পারিজাত-কুসুম-মালার
নন্দন-কানন,
উৎসাহ-বিলাস-কুঞ্জ, তোমার পরশে
কোথায় লুকায়,
যেরূপ সৈকতসেতু সিন্ধু-বীচিবশে
ক্ষণে ভেসে যায়।

তুমিই যথার্থরূপ প্রকৃতি দেহীর,
মরণ বিকৃতি,
সৃষ্টি ক'রে অবিরত ধূলি ধরণীর
দারুণ বিস্মৃতি ;
নিয়ত তোমার লীলাজৃম্ভন প্রকট
হেরি মূর্ত্তিমান্,
ভুলি তবু তব গ্রাস করাল বিকট,
জিহ্বা লেলিহান্।

কোন দোষ নাহি তব, ধার্ম্মিক প্রবীণ,
হে বিচারপতি,
ধর্ম্মমাত্র-পরীক্ষক, তুমি উদাসীন,
অবিকৃত-মতি,
করুণ ক্রন্দন ধ্বনি, বহ্নিদীর্ঘশ্বাস,
অশ্রুরক্তধারা,
সত্য কি করেনা তোমা বিরস উদাস
কভু আত্মহারা ?

তাই কি ? কেন গো তবে দেবী সাবিত্রীর
করুণ আহ্বান
ফিরায় তোমায়, আর্দ্র করয়ে মদির
মুগ্ধ তব প্রাণ ?
শিশু নচিকেতা কেন অনুগ্রহে তব
সৌভাগ্য-অমর ?
তুমি যে পাষাণ, তবু কভু হয় দ্রব
তোমারো অন্তর।

তবে হে করুণচিত্ত ন্যায়-অবতার !
জুড়ি দুই কর,
যাচি তোমা, মুখ তুলে চাহ একবার,
করি প্রণিপাত,
হৃদয় ছিঁড়িয়া গেছে, রক্তার্দ্র এখনো
কঠোর আঘাতে,
শোকের চিতাগ্নি তাহে নিভেনা কখনো,
জ্বলে দিনে রাতে,

হৃৎপিণ্ড লয়ে আর করনাক খেলা,
মিনতি আমার,
হয়, তাহা উৎপাটিত কর এই বেলা,
হোক্ চুরমার,
নয়, তব মূর্ত্তিখানি করুণা-প্রসাদ-
মণ্ডিত মধুর,
শান্তির অভয়বাণী যেন সান্ত্ববাদ,
ভয় করে দূর।

"মৃত্যু হতে অমৃতত্বে লয়ে যাও মোরে",
যাচি প্রতিদিন
মৃত্যুর অন্তক দেবে, নিত্য অশ্রু ঝোরে
নেত্র দৃষ্টিহীন ,

তুমি না প্রসন্ন হলে বৃথা যাচ্ঞা মম,
অরণ্য রোদন,
বিষম দুর্গম পথ, হ'য়ো না নির্ম্মম,
কৃপায় কৃপণ।

সুখ

হে সুখ, তোমারে কত
খুঁজিয়াছি সজনে বিজনে,
তোমা লাগি, অবিরত
ছুটিয়াছি ব্যাকুলিত মনে,

মধুর উৎসব-স্থলে
বিভাসিত বিদ্যুৎ-বিভায়,
আনন্দের কোলাহলে,
উল্লাস-উন্মত্ত জনতায়,

বিজন তটিনী-তটে,
মন্ত্রধ্বনি-পূর্ণ সিন্ধু-কূলে.
চিত্রিত আকাশ-পটে,
কুসুমিত তরুবীথি-মূলে,

রক্ত-কণ্ঠ নিনাদিত
সুধাবর্ষী সঙ্গীত-কল্লোলে,
স্বপ্নমোহ-বিজড়িত
প্রাণারাম মলয়-হিল্লোলে,

নিষ্কূজস্তিমিত ভীম
প্রান্তরে, প্রোচ্চগুম্বন বনে,
বন্ধুর ভূধরে, হিম-
শুভ্র-মেরু-মরু-আয়তনে ;

তোমারে ত খুঁজি হায়,
কোথাও না মিলে যে সন্ধান,
যত খুঁজি পিপাসায়
ততই আকুল হয় প্রাণ।

নাহিত লুকায়ে তুমি
বিকসিত প্রণয়-কুসুমে,
শিশু-চাঁদমুখ চুমি'
রহনা বিভল মোহ ঘুমে ;

ক্রোধের ভ্রূকুটী-ভঙ্গে
সক্ত নহ, মদমদিরায়,
থাকনা মাৎসর্য্য সঙ্গে
স্তেনলোভ-লোল-রসনায়,

তোমাকে না আনে ভয়,
প্রতিহিংসা বিজয় বিভব,
ঔশনস কূট নয়,
কিংবা উচ্চ পদের গৌরব,

রূপের অনল-রাগে
ভ্রান্ত নর ধায় তোমা তরে,
ব্যথা বাজে, ঘাত লাগে,
অন্তে সে পতঙ্গমত মরে।

সাধ আশা ভাষা দিয়া
ভালবাসা রঙ্গিল বরণে,
বাসনার তুলি নিয়া
তব মূর্ত্তি চিত্র করি মনে।

অন্ধপ্রায় পড়ি ছুটে
কুহকিনী আশার কুহরে,
সুপ্ত অহি গর্জ্জি উঠে,
বাঁধে দ্বন্দ্ব বিদ্রোহ অন্তরে।

শুনি আশা-মধুধ্বনি
কত নিশা কাটাইয়া দুখে,
নিরাশাই সুখ গণি,
ঘুমায় "পিঙ্গলা" আজ সুখে। *

চারিভিতে তব আশে
ক্লান্তিকর বৃথা চংক্রমণ,
গুপ্ত তুমি হৃদাবাসে
সকলেরি রয়েছ কেমন !

ইহা কি জানে না কেহ ?
কি আশ্চর্য্য, হেতু কিবা হবে ?
তোমার করুণাস্নেহ
পায়না মানব কেন তবে ?

* "নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবত্।"—সাংখ্য।

ত্রিবর্গ ধর্ম্মার্থ-কাম
ভুঞ্জে যে অসক্ত সমভাবে,
সেই ধন্য, অবিরাম
ভোগে তৃপ্তি বল কে মিটাবে ?

ধরা দুখ-অবসাদ-
রিক্ততা-অভাব-শ্রান্তি-ভরা,
এখানে সুখের সাধ
মরুতে বারির আশা করা ;

তথাপি যদি বা মিলে
কোনমতে স্বল্প সুখ-বারি,
গ্লানি-পঙ্ক না মিশিলে
হ'ত তাহা তৃষা-দুঃখ-হারী।

অসন্তোষ-দৈত্য আসি
অমৃতের ভাণ্ড কাড়ি লয়,
শান্তচিত্ত দৈত্যে নাশি
সন্তোষ-অমৃতে সুখী রয়।

"অসন্তুষ্ট দ্বিজ নষ্ট",
ভিন্নার্থে কবির উক্তি বটে',
অসন্তোষে কিন্তু কষ্ট
সমান সবারি ভাগ্যে ঘটে।

সকলে সুখের লাগি,
উন্মত্ত পাগল এই ভবে,
দাঁতে কুটা ভিক্ষা মাগি
এ হেতু বেড়াতে রাজি সবে,

কিন্তু কিসে সুখ নিত্য
আছে স্থির বিমল অক্ষয়,
তাহে উদাসীন চিত্ত,
মণি বলে কাচে তৃপ্ত হয়।

চপলা চঞ্চল স্বল্প
সীমাবদ্ধ আপাত-মধুর
সুখে সাধ! স্বপ্নকল্প
অনিশ্চিত বিষয় ভঙ্গুর।

সব দেখি ছায়া ছায়া,
অস্পষ্ট কুহেলিবৃত মত,
বস্তুর স্বরূপ কায়া
খুঁজি যত তত দূরগত,

তাহার পিছনে ধাই,
ক্রমে তাহা অসীমে মিলায়,
ক্ষণতরে ডুবে যাই
অনন্তের বিরাট্ ছায়ায় ;

বিস্মৃতি নিমেষ মাত্র,
জাগিয়া অধীর মত্তপারা,
কখন রোমাঞ্চ-গাত্র,
কখন বা কেঁদে হই সারা ;

এ কাঁদাতে সুখ কত
জানে, যে এরূপে কাঁদিয়াছে,
যে হৃদয়-ব্রণ-ক্ষত
সর্ব্বৌষধি-নীরে ধুইয়াছে ।

খণ্ডিত রসের প্রসূ
অর্থ-যশ-প্রিয়া-আদি প্রেয়,
অখণ্ডৈক-রস-বসু-
আকর শাশ্বত-সুখ শ্রেয়।

শ্রেয়-প্রেয়-ভেদ-দৃষ্টি
জ্ঞানের প্রধান সহচরী,
জ্ঞানে সত্যসুখ-সৃষ্টি,
অজ্ঞান জানে কি মিত্র-অরি ?

অনন্তে সুপ্রতিষ্ঠিত
অফুরন্ত বসন্ত-নবীন,
অমৃতত্বে করে নীত
এ আনন্দ আশাতৃষা-হীন।

দেখো না সঙ্কীর্ণ ভাবে,
স্বচ্ছ অবদাত মতি এনো,
অল্পে সুখ কোথা পাবে ?
ভূমাই প্রকৃত সুখ জেনো।

পাপ

পাপ তুমি কৃষ্ণবর্ণ মসীময় দেহ,
কোথা হতে এলে, তব কোথা আদি গেহ ?
নানা মুনি নানা মত, সত্য কোন্ অভিমত,
আমারে বুঝায়ে দিবে, বলিবে কি কেহ ?
কি হেতু আইলে হেথা, কোথা আদি গেহ ?

তোমার স্বরূপ কিবা বুঝিতে না পারি,
দানব রাক্ষস দেব, পুরুষ বা নারী ?
নানা যুগে নানা মূর্ত্তি, নিত্য নব নব স্ফূর্ত্তি,
আঁধারে আবৃত তোমা চিনিবারে নারি,
তোমার আসল রূপ ধরিতে না পারি।

কাল যাহা ছিলে তুমি আজ তাহা নহ,
স্বরূপ সংবৃত করি সদা গুপ্ত রহ ;
কাল যাহা ছিল পাপ, কি আশ্চর্য্য পরিতাপ !
আজ তাহা মহাপুণ্য মূর্ত্তি-পরিগ্রহ
নিত্য নব নব, সদাপূর্ব্ব দেহদহ।

আজ যাহা আছ, কাল হয়ত আবার
সেরূপ ছাড়িবে, শেষে ক্রমে বার বার
অঙ্গ-ক্ষয় হতে হতে, হয়ে যাবে শাস্ত্রমতে,
অমূর্ত্ত অরূপ তুমি নামমাত্র সার,
চৌর্য্যাদিও পাপরূপে থাকিবে না আর।

হে নিত্য মরণ-শীল মুমুক্ষু-প্রধান !
এই হীন ভক্তে তব কর ভিক্ষা দান,
তুমি প্রভু দাস আমি, ঘৃণা-লজ্জা-ভয়-কামী,
প্রভু বলে যেন করি তোমায় সম্মান,
সংসার-বিরাগ হতে কর পরিত্রাণ।

কিবা পাপ পুণ্য কিবা কে দিবে সন্ধান ?
পাপের পঙ্কিল ভ্রমি ফেনিল তুফান,
পুণ্যের পীযূষ-ধারা লুপ্ত সরস্বতী পারা,
যমুনা গঙ্গার মত যুক্ত অধিষ্ঠান ;
ভেদ স্পষ্ট, বুঝে না কে ? অন্তর প্রমাণ।

ধর্ম্ম-দীপ-শিখা বটে ক্রমে ক্ষীণতর,
অদৃশ্য পাপের তাই পূর্ণ কলেবর ;
সে দীপ ত নিভে নাই, আজো প্রতিষ্ঠিত তাই
ধর্ম্মে ধরা গ্রহতারা বিশ্বের অন্তর,
পাপীও লভিতে চাহে ধর্ম্ম-তৃণে ভর।

পুণ্য-পাপ ধর্ম্মাধর্ম্ম ছায়াতপ সম
জড়িত, ত্যজিতে চেষ্টা বৃথা শ্রম মম ;
এস পাপ, এস পুণ্য, পূজি উভে তন্দ্রাশূন্য,
সমর্পিব শেষে, যবে সংসার বিষম
ছাড়িব, বিভুর পায় শরণ পরম।

কাব্যলক্ষ্মী *

মধুর উজল স্নিগ্ধ তব দেবি ! রূপ সন্তর্পণ
রসের অমৃতে মাখা, কবি-ধ্যান-ধারণার ধন,
দোষলেশ-হীন ওজঃ-প্রসাদাদিগুণ-সমাশ্রিত,
কত অলঙ্কারে তাহা শতগুণ হয় উদ্ভাসিত।

---

* কাব্যাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে।

কাহাকে কীর্ত্তিতে কর অমর কাহাকে অর্থবান্,
অশিবের কর ধ্বংস, উপদেশ-প্রদানে মহান্
কর সবে অলক্ষিতে মধু-বাক্যে মুগ্ধা:কান্তা মত,
সদ্যঃ পরা নির্ব্বৃতিতে মগ্ন কর ভক্তকে নিয়ত।

স্বরূপ সম্বন্ধে তব মত-ভেদ কত সৃষ্ট হয়,
সজ্জিত নিখুঁত মূর্ত্তি ভালবাসে কেহ, অন্যে কয়
সদোষ ভূষণগুণ-শূন্য শ্বিত্রী হইলেও নর
নরত্ব অক্ষুণ্ণ, তাই দোষ নহে তব ধর্ম্মহর।

সহৃদয়-হৃত্ত-দেহ পদাবলি চমৎকার-ভূমি,
অলৌকিক আহ্লাদের তৃপ্তিকে আনিয়া দাও তুমি,
রসই জীবন আত্মা, গুণ রীতি ধ্বনি অলঙ্কার
কেবল উৎকর্ষাবহ, দোষ অপকর্ষক তোমার।

সত্ত্বোদ্রেকে লুপ্ত-রজস্তমঃ স্বচ্ছ মন দীপ্তিময়,
বেদ্যান্তরস্পর্শ-শূন্য স্বপ্রকাশ অখণ্ড চিন্ময়,
ব্রহ্মানন্দমত রস-প্রবাহের অমৃত-সিঞ্চনে
জগতের হর দুঃখ, কর পূত সামাজিকগণে।

দুঃখ

ঃখ তুমি কবে কোন্ অতীতের প্রথম প্রভাতে
ধরায় করিলে পদার্পণ,
কত্রে ধরার সাথে আমোদে খেলাতে দিনে রাতে,
করিয়াছ শৈশব যাপন,
খন কি সুখে ছিলে, এখনি বা সুখে তার চেয়ে
আছ কি বলত মন খুলে ?
তীত মোহন মোহ-স্বপ্ন-ছায়া দূরত্বের পেয়ে,
তাই ত সকলে তাতে ভুলে।

খন আছিলে শীর্ণ, বলবান্ এখন কিশোর,
বিলাস-ব্যসনে ক্রমে মতি,
াস্ত শিষ্ট হবে কিসে ? শৈশব-সঙ্গিনী ধরা ঘোর
অবিবেক-পাপে রতা অতি,
াত্য নব নব তার প্রকৃত কল্পিত অন্তহীন
অভাবের দারুণ পেষণে,
গামার অসীম স্ফূর্ত্তি হর্ষোৎসাহ উদ্যম নবীন
প্রতিদিন জেগে উঠে মনে।

রহিয়াছে উল্লাসের দীপ্তালোক-রঞ্জিত বিস্তৃত
তব দীর্ঘ ভবিষ্যত্-পথ,
উজ্জ্বল লাবণ্য আরো তব রাগে হরষ-নিঃসৃত,
হেরি' পূর্ণ নিজ মনোরথ,
ক্রমে যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ, ভোগ শক্তি সমান প্রবল,
অতি অতিবৃদ্ধ যবে হবে,
ধরার প্রলয় হলে, হারাইয়া প্রধান সম্বল,
কেমনে কোথায় তুমি রবে ?

কেহ কহি', "পুরুষার্থ আত্যন্তিক নিবৃত্তি দুঃখের",
তোমারে নাশিতে চাহে তারা,
মুষ্টিমেয় এই দল কাণ্ডাকাণ্ড-হীন পণ্ডিতের,
ভাবে যে ভবকে তারা কারা ;
সে দলের এই সুর বদলিতে সুরু হইয়াছে,
তুমি নিত্য, মিথ্যা নহ আর,
তোমাকে মারিত যারা, তারাই মরিতে বসিয়াছে,
ভয় নাই আর মরিবার।

এস দুঃখ এস তবে, ভক্ত তোমা ডাকে সবিনয়ে,
হৃদয়ে বিরাজ' এসে সুখে,
অধীন সেবকে ছাড়ি যেও না নিঠুর বাম হ'য়ে,
সুখ শান্তি সব মোর দুখে ;

রুন্তুদ ঘাত তব সত্য কিন্তু পথ্য, মিত্র কাজ
করে সে, তোমারে তাই মানি,
ন্তরের অন্তস্তল দগ্ধ করি' শিরে হানি বাজ,
দেখায় সত্যের মূর্ত্তিখানি।

পুণ্য-পাপ-কর্ম্মফল—সুখ দুঃখ, শাস্ত্রের বচন,
হয় হোক্ ক্ষতি কিবা তায়,
তোমার প্রভুত্ব-গর্ব্ব খর্ব্ব করে কেজন এমন
পুণ্যব্রত আছয়ে ধরায় ?
পূর্ব্বজন্ম টেনে আনি' তৃপ্ত হই 'প্রাক্তন সংস্কারে,
প্রাণ কিন্তু পুড়ে হয় ছাই,
মর্ম্মেতে প্রসৃত পটু বিষরস শমিতে কে পারে ?
আত্মজ্ঞান অকালে হারাই।

ফণি-ফণামণি-তুল্য সুখ সুদুর্ল্লভ, দুঃখরাশি
পুঞ্জীভূত চারিদিকে হেরি,
জন্মজরা-রোগ-শোক-বিরহ-বেদন-জ্বালা আসি,
রহে নরে অবিরত ঘেরি,
প্রতিপদে প্রতিকূল ঘটনার আবর্ত্ত ভৈরব
গ্রাসিতে বিবৃত করে মুখ,
প্রতিকূল-বেদনীয় যাহা কিছু দুঃখ তাহা সব,
অনুকূল-বেদনীয় সুখ।

এরূপে চলেছে নিত্য সৃষ্টির অনাদি কাল হতে
সুখ-দুঃখ-সংগ্রাম মহান্,
ইহার বিরতি কোথা ? বদ্ধ জীব দুঃখ-দাস-খতে,
ইহা হতে নাহি পরিত্রাণ,
সুখে দুঃখ দুঃখে সুখ প্রতিষ্ঠিত, দুই তুল্যরূপ,
জানে যে সেইত সুচতুর,
লভে সে অমৃত শান্তি, শোভে যেন নরমাঝে ভূপ,
ভাবি উভে আশীষ বিভুর।

ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়

শাস্ত্রে ধর্ম্ম বৃষরূপ
চতুষ্পাদ, অন্ধকূপ
নিবাস তাহার,
তিন যুগে পদত্রয়
ক্রমে যে হয়েছে ক্ষয়,
শেষখানি আর

কোন মতে টিকে আছে,
বলহীন হইয়াছে,
ভগ্ন যবে হবে,
তখন সে মহাজন,
তারিতে করিয়া মন,
নাশিবেন সবে।
এ উক্তি বিশ্বাস আজ
করিতে পায় না লাজ
ক'জন এমন
শিক্ষিত সমাজে এই
আছেন, যাঁহার সেই
মত কিংবা মন
স্থির অবিচল আছে ?
না থাকুন, তাঁর কাছে
এই প্রশ্ন করি,
"ধরা অগ্রে চলিতেছে
কিংবা ক্রমে পিছাতেছে ?"
কাহাকে না ডরি,
বলুন কি মনে লয়,
সত্য মিথ্যা কিবা হয়,
অকপট ভাবে ;

জগত্ কি আছে তাই,
পূর্ব্বে যাহা ছিল ভাই ?
কালের প্রভাবে
কোনরূপ পরিবর্ত্ত
লভেনি কি এই মর্ত্ত্য ?
পূর্ব্বের মতন
আয়ু বল, রূপ বল,
দেহের প্রমাণ বল,
আছে কি এখন ?
মনের সে সরলতা
সে বিশ্বাস ধার্ম্মিকতা
কেবা কেড়ে নিল ?
সত্য বটে ধরণীর
সেই শোভা আছে স্থির,
পূর্ব্বে যাহা ছিল ;
সেই চন্দ্র, সেই রবি,
তারকাচিত্রিত ছবি,
আকাশ সুনীল,
সেই ত মলয় বায়
মূরছিয়া পড়ে গায়,
সেই মাঠ বিল,

রাখাল চরায় ধেনু,
ছায়ায় শুইয়া বেণু
হরষে বাজায় ;
সেই ফল সেই ফুল,
তৃণ লতা তরুকুল,
উজল আভায় ;
তটিনীর কলগানে
তেমতি জাগায় প্রাণে
অতীতের স্মৃতি,
গ্রামের বিবিক্ত শোভা,
উটজ সে মনোলোভা,
প্রান্তে লতাবৃতি,
শ্যাম বনানীর ছায়া,
গিরিশৃঙ্গ মহাকায়া,
মেঘের বরণ,
সেই নির্ঝরিণী-ধারা,
চূর্ণ-মুক্তা-হীরা-পারা,
অমল কিরণ,
ঝর ঝর বরষার
আঁখি-নীর, অভিসার,
সেই ব্যাকুলতা,

পথিক-বধূর ক্ষাম
কপোল, অলকদাম
অসংযত, ব্যথা
ও যে মূর্ত্ত বিরহের,
সেই নীপ কুসুমের
বিরল কেসর,
সেই কেকা ঘনঘটা,
বিদ্যুৎ-বিলাস-ছটা,
আঁধার বাসর ;
শরৎ লক্ষ্মীর সাজ,
সাদা মেঘ, নাহি বাজ,
প্রসন্ন সলিল,
দিগ্‌বধূ কৃশতায়
নগ্নদেহা, নাহি গায়
মেঘ-শাটী নীল,
বিদ্যুতের স্বর্ণহার
বক্ষে তার নাহি আর,
বিরহ-কাতরা
বর্ষাকাল-পতিশোকে,
মেঘমাখা মুখে চোকে,
পাণ্ডুবর্ণ—ভরা ;

নীল গগনের গায়
ইন্দ্রধনু শোভা পায়
বলাকার সার,
কাশ কুসুমের মালা,
প্রকৃতি আরতি থালা
সাজায় রাজার,
কুসুমিত বনস্থল,
কুমুদ কমলদল,
ভ্রমর গুঞ্জন,
গর্জ্জয়ে সুদৃপ্ত বৃষ,
খোঁড়ে পাড়, নহে কৃশ,
পাখীর কূজন ;
সবি আছে পূর্ব্বমত,
কিন্তু যেন কি বিগত
এ সকল হতে,
আর কি সে মন আছে ?
সে তেজ যে ভাঙ্গিয়াছে,
আছে কোন মতে,
করেনা সৌন্দর্য্য-ভোগ,
ধরেছে বিষম রোগ,
বুঝনা কি ভাই,

যখন যে দিকে চাই,
মনে শুধু হয় তাই,
কি ছিল কি নাই।
এই মন হল কিসে ?
সে তীব্র সংসার-বিষে
জর্জ্জর বিরাগে,
তাই আর নাহি পায়
সুখ শান্তি পুনরায়,
লভিত যা আগে।
স্রষ্টার আশীষ লয়ি
প্রথম ভূমিষ্ঠ হই,
যবে শিশুরূপ,
মন পূত সুকোমল,
থাকেনা ত কোন মল,
কুসুমের স্তূপ.
ক্রমে যত বাড়ে বেলা,
প্রবেশি সংসার-মেলা,
বাড়াই জঞ্জাল,
অমৃতের হ্রদ তত,
হয়ে যায় দূরগত,
না পাই নাগাল,

হৃদয়ে ধরার ধূলি
জড় হয়, শেষে ভুলি
আপনার স্থান,
কোথা হতে আসিয়াছি,
কোথা যেতে বসিয়াছি,
না পাই সন্ধান।
ধর্ম্মের অবস্থা তাই,
আদি আছে অন্ত নাই,
কি বিচিত্র গতি,
উষার অরুণালোকে
ফুটে উঠে ঋক্ শ্লোকে
ধর্ম্মের মূরতি,
ঋষিরা আকাশে চেয়ে
স্তব্ধ, তৃপ্ত সত্য পেয়ে,
বেদগান মুখে,
প্রকৃতিরে স্তুতি করি,
শ্রদ্ধার অঞ্জলি ভরি,
অর্ঘ্য দেন সুখে ;
সরল আন্তরিকতা,
কি মধুর পবিত্রতা,
পরাণ জুড়ায়,

ক্রমে যত দিন যায়,
হয় সে পাষাণ-কায়,
ভেদ জমে তায় ;
শেষে রক্তে সিক্ত ধরা
পুণ্য বলে গণ্য করা
হইয়া দাঁড়ায় ;
এ নহে ধর্ম্মের ধারা,
বিবেক আত্মাকে মারা,
ক্ষমা, মৈত্রী, ত্যাগ
সকল ধর্ম্মের সার,
কোথা সত্য শিষ্টাচার
প্রেম অনুরাগ ?
কোন ধর্ম্ম তুচ্ছ নয়,
ধর্ম্মে ছল নাহি সয়,
শমন—কৈতব,
বিশ্বাস, ধর্ম্মের প্রাণ,
অঙ্গ—বিধি অনুষ্ঠান,
অহিংসা—বৈভব ;
বিরোধের নাহি শেষ,
রোধিবারে বৃথা ক্লেশ,
হয়ো না মলিন,

নিজ ধর্ম্মে রত থাক,
শক্তি-ক্ষয় করনাক,
আসিবে সুদিন।

জন্মাষ্টমী

ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি, আজ আসে মনে
দূর অতীতের স্মৃতি, মথুরার বনে
নন্দন-সুষমা একি পরিজাত-বাস,
ক্ষণতরে ফুটে উঠে শত চন্দ্র-হাস!

সেদিনও এমনি মেঘে মেদুর অম্বর,
এই অবিরাম-বৃষ্টি-ধারা ঝর্ ঝর,
দিগ্‌বধূদের ফুল্ল আনন-কমল
এমনি ঢাকিয়াছিল আঁধার-অঞ্চল।

কদম্ব-তমাল-নীল কালিন্দীর জল,
একে কৃষ্ণ, তায় ঘন আঁধার তরল

মিশিয়া করেছে যেন আরো কৃষ্ণতর,
খরবেগ, উর্ম্মি-ভ্রমি-গ্রাহ-ভয়ঙ্কর।

কেগো যায় এ নিশীথে একা ধীরে ধীরে?
ক্রোড়েতে অপূর্ব্ব শিশু, চাহে ফিরে ফিরে
বদনে বিষাদ-ভীতি-উদ্বেগ-লক্ষণ,
দ্রুতগতি করে রুদ্ধ বাধা অনুক্ষণ।

দু'পা যায়, থামে পুনঃ, পথ সে হারায়,
ক্ষণিক স্ফুরণে পথ তড়িত্ দেখায়,
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, কড় কড় রবে
গর্জ্জে বজ্র ঘন, ভাবে উপায় কি হবে।

কি চিত্র, যমুনা মধ্যে শিবা! হৃষ্টমনে
হয় নদীপার, হায় সূর্য্যজা-জীবনে
ক্রোড়-ভ্রষ্ট শিশু হেরি' কাঁদে ক্ষিপ্তপ্রায়,
বুকে লয়ে সাবধানে চলে পুনরায়।

সঁপিয়া বুকের ধন অন্যে, শূন্যচিতে
ফিরে সে, নিবিড় শোক বেদনা সহিতে,

যাপিতে যন্ত্রনাদীর্ঘ নিশা নিরাশায়,
জ্বলিতে দুশ্চিন্তা-শত-বৃশ্চিক-জ্বালায়।

স্বপনে দরিদ্রদীন লভে রত্নহার,
উদ্বেল উদ্দাম-বেগ হর্ষ-পারাবার ;
কি উল্লাস কলরোল আনন্দ অতুল,
কি উৎসব আড়ম্বর ! গোকুল আকুল।

ভুবন-মোহন শিশু, তোমার লাগিয়া
পাগল বিশ্বের চিত্ত, শুধু পিতৃ-হিয়া
একা নহে উচাটন, করেছ আপন
বেঁধেছ সকলে দৃঢ়, কি প্রেম-বন্ধন !

অন্তর-অন্তরতম তুমি অন্তর্যামী,
কিনা জান ? সর্ব্বশক্তি ধর বিশ্বস্বামী ;
খুলিলে কারার দ্বার, করিলে নিদ্রায়
অজ্ঞান প্রহরিগণে আপন মায়ায়।

হে বৃষ্ণিকুলাবতংস কংস-ধ্বংসকারী,
অধর্ম্ম-নাগেরে বাঁধ, ধর্ম্ম-চক্রধারী,

জগত ভাসিল পাপ-প্রবল-বন্যায়,
করিলে জীবন্ত দীপ্ত লুপ্ত ধর্ম্ম-ন্যায়।

সংসার-কারার দ্বার মম খুলে যাবে
হে চির-দয়িত কবে, কবে দেখা পাবে
রূপসিন্ধু! ক্ষুদ্র এক জ্যোতি-কণিকার,
কবে হবে সর্ব্বভুক্ নিবৃত্তি ক্ষুধার?

সপ্তস্বরনিনাদিত-প্রণব-ঝঙ্কারে
মুখরিত-বংশীধ্বনি-সুধা-বৃষ্টিধারে
ভুবন ভরিয়া উঠে, হৃদয়-বীণার
কবে গো বাজিবে, মোর সুর-হারা তার?

ভারবি

সাহিত্য-গগণ-ভালে তুমি দীপ্ত রবি,
যশস্বী ভাবুক-শ্রেষ্ঠ হে কবি ভারবি!
কঠিন শীতল-স্পর্শ রত্ন-মহোপল
কাব্যলক্ষ্মীচূড়া করে মণ্ডিত উজ্জ্বল।

সিন্ধুবীচি-ধৌত তব দ্রাবিড়-জননী,
দামোদর-প্রিয় * কিন্তু শৈবচূড়ামণি,
করে তোমা রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন সম্মান,
বাণীর প্রভব তুমি মেধাবী মহান্।

নারিকেল-ফল-তুল্য সসার বচন
অর্থের গৌরবে পূর্ণ, হরে তৃষা, মন
হয় তৃপ্ত সুধারসে প্রসন্ন উন্নত,
নৈরাশ্য দৌর্ব্বল্য গ্লানি হয় অপগত।

আত্মাদর-সম্মানের আদর্শে ভূষিত,
হীনতা ক্ষুদ্রতা দৈন্য হয় অন্তর্হিত,
উৎসাহ-আশার পুণ্য সঞ্জীবনী বাণী
ঝঙ্কারে হৃদয়ে নিত্য অবসাদ হানি'।

কামিনীও গর্জ্জি উঠে ফণিনীর প্রায়,
তেজ-মনস্বিতা-কথা পুরুষে শিখায়;

---

* দামোদর—কাব্যাদর্শ প্রণেতা দণ্ডীর প্রপিতামহ, পক্ষে বিষ্ণু।

হৃদয়-ক্ষতের রক্তে অরির নিকারে
উদ্দীপিত করে মত্ত রঞ্জিত সবারে।

রাজধর্ম্ম-বর্ণনার অপূর্ব্ব পাটব,
"গুণ প্রিয়ত্বের হেতু নহেক সংস্তব,"
"হিত মনোহারী বাক্য কে পেয়েছে কবে"?
কত সত্য কত তথ্য শিখালে মানবে।

প্রিয়া-দৃষ্টিনিভ শুভ্র শফরী-লুণ্ঠন,
গোপী-গীতাসক্তা মৃগী, কলহংসস্বন,
চক্র-সীমন্তিত-সান্দ্র কর্দ্দমের সারি,
পদ্মরেণু-লিপ্তস্তনী শালি-গোপ্ত্রী নারী;

কঠোর কর্ত্তব্যব্রত, বর্ণিলে সুন্দর,
প্রমাদ ভীরুতা যেথা লুপ্ত হতাদর,
রাজপুত্র তপঃ-ক্লেশ সমাধি-সংযম—
প্রলোভন-বহ্নিতাপ সহিয়া বিষম,

স্বপদবী নিজস্বত্ব না ছাড়িয়া লভে
ইষ্ট, শিবরূপী তোষি' কিরাত-বল্লভে;
সামর্থ্য যোগ্যতা শুধু শক্তি অবদান,
তন্দ্রা ভয় ভিক্ষা নহে, করে সিদ্ধিদান।

অভিমানিনী

আয় কাছে আয়,
আয় কাছে আয় লক্ষ্মী মেয়ে,
অমন করিয়া দুখে,
ভয়ে ভয়ে ম্লান মুখে,
দূরে কোথা যাস্ ধেয়ে ধেয়ে ;
কেহ কিছু বলিয়াছে,
রাগ দুঃখ হইয়াছে,
খেলিবার পুতুল না পেয়ে ?
আয় কাছে আয় লক্ষ্মী মেয়ে !

আয় কাছে লক্ষ্মীটী আমার !
খেলানা কাপড় কত
কিনে দিব মনোমত,
অমন করো না মুখ ভার ,
কি চাই বলনা ছাই,
দিব তাই ভুল নাই,
কাছে মোর আয় একবার,
আয় কাছে লক্ষ্মীটী আমার।

উপায়ন

আসিল না অভিমানী মেয়ে,
চারি দিকে ঘুরে ঘুরে,
বেড়ায় সে দূরে দূরে,
কেবল পিছনে চেয়ে চেয়ে ;
কি জানি কি মনে করে'
চলে যায় রাগ ভরে,
মনের কি জিনিস না পেয়ে,
সে যে মোর অভিমানী মেয়ে।

চলে গেছে অভিমান ভরে,
এত খুঁজিলাম তাকে,
যদি সে লুকায়ে থাকে,
সব স্থান তন্ন তন্ন করে,
প্রতিবেশিগৃহ হাট,
পুকুর বাগান মাঠ,
খুঁজি বনে কান্তারে গহ্বরে,
কোথা গেল অভিমানী মেয়ে ?

কোথাও না মিলিল সন্ধান,
কোথা একা গেল তবে
ফেলিয়া মোদের সবে,
কে বলিবে কোথা সেই স্থান ?

যেথা গেলে পাব তারে,
ফিরাব নয়নাসারে,
আদরে ভাঙ্গিব অভিমান,
কে মোরে দেখাবে সেই স্থান ?

সে যে মোর আদরের কত,
হয়ত মনের খেদে,
চোখদুটী কেঁদে কেঁদে
ফুলেছে হয়েছে জবা মত ;
হয়ত মলিন বেশে
এলোথেলো রুক্ষ কেশে
পড়ে আছে ধূলি শয্যাগত,
ক্ষুধা-পিপাসায় নিদ্রারত।

কোথায় সে গেল কোন্ দেশে ?
আর কি সে আসিবে না,
কোন কথা বলিবে না,
কাছে এসে মৃদু হেসে হেসে ?
মুখখানি ঢল ঢল,
বিকসিত শতদল,
রাখিবে না বুকে মোর এসে,
আদরে সোহাগে ভালবেসে ?

উপায়ন

আর কি পাবনা দেখা তার ?
উজল রূপেতে ভরি,
কাল ঘর আলো করি
থাকিবে না, আসিবে না আর ?
ভয়ে যেন জড়সড়,
গতিবিধি কি সুন্দর,
বিনয়-জড়িত ব্যবহার,
মুর্ত্তি যেন সাধ্বসলজ্জার।

বহুদিন গত হল হায়,
সে ত কই আসিল না,
আমাদের চাহিল না,
কত কাল থাকিব আশায় ?
কেন হেথা আসিবে সে,
দেবতা দৈত্যের দেশে
বেশীদিন থাকিতে কি চায় ?
পাপস্পর্শে পুণ্য যে পলায়।

নাইবা সে এল মোর কাছে,
চারিদিকে তারে হেরি,
যেন সে আমারে ঘেরি
দিনরাত কাছে রহিয়াছে ,

সেই মূর্ত্তি ছায়া ছায়া,
সেই তার স্নেহ মায়া,
ভিতরে বাহিরে ভরে আছে,
সদা সে যে মোর কাছে কাছে।

তার সেই মূর্ত্তি সমুজ্জ্বল,
সেই মুখ ওষ্ঠাধর,
সে নাসা কোমল কর,
সেই পদ ধাবন-চঞ্চল,
ভীত-মুগ্ধ আঁখি দুটি
শেলসম হৃদে ফুটি
কভু বিঁধে, আনন্দবিহ্বল
করে কভু আমায় পাগল।

সেই মিষ্ট কথা মনে আসে,
বীণার ঝঙ্কার পারা,
স্বরনির্ঝরের ধারা,
দূর হতে ভেসে ভেসে আসে;
সেই দিকে চেয়ে রই,
ব্যাকুল অধীর হই,
খুঁজি সেই স্বর চারি পাশে,
মেশে শেষে অসীম আকাশে।

স্বর্ণহাতে শোভে স্বর্ণ-শাঁখা,
দাঁড়ায়ে লাবণ্যময়ী
জোছনা-মূরতি লয়ি,
আননে অমৃত-হাসি মাখা,
কভুবা বিষাদ-ছায়া
ম্লান কিছু করে কায়া,
হিমম্লান কুসুমিত শাখা,
পূর্ণশশী যেন মেঘে ঢাকা।

আয় কাছে আয় ধীরে ধীরে,
আসিতে যেমন আগে,
অকপট অনুরাগে,
এলোচুল দুলিয়ে সমীরে,
কত হেলা অনাদর
সহি' গেছ নিরন্তর,
ভাসিয়ে ভাসায়ে অশ্রুনীরে,
তাই বুঝি আসিবে না ফিরে ;

একবার শুধু একবার,
রাগ-দুঃখ সব ভুলে
আসিয়া হৃদয়-মূলে
নাশ মম নিরাশা-আঁধার ;

শোচনার তুষানলে
রহিয়া রহিয়া জ্বলে
ক্ষীণ তনু রঙ্গিল আশার,
যত সাধ বাসনা অসার।

আয় কাছে আয়,
আরো কাছে বুকে মা আমার!
বসি অনাহত পুরে,
রূপে রসে গন্ধে সুরে
পরশে ভরিয়া শূন্য তার,
বিরাজ' দেবতা সম,
অপরাধী মন মম
তৃপ্ত পেলে এই অধিকার,
আর কিছু নাহি চাহিবার।

ভর্তৃহরি

নরেন্দ্র-শ্রীধর-সেন-পালিত-নগরী
বল্লভী মণ্ডিত পূত সমুজ্জ্বল করি',
"ভট্টি," "বাক্যপদীয়" ও "শতক-ত্রিতয়"
রচিলে, ভুবন তব গাহিতেছে জয়।

সাতবার তুমি নাকি ভিক্ষু হয়েছিলে ?
সংসার মায়ার ডোর কাটিতে নারিলে ;
যে প্রেমভক্তির বানে প্লাবিলে জগত্,
তাহে গৃহী যতী তুমি হও যুগপত্।

ব্যাকরণ-শুষ্কখাতে আন কাব্যরস,
রম্যরূপ ধরে ধাতু-কৃদন্ত-রাক্ষস,
সূর্য্য গলে হয় জল, কেঁদে হয় সারা
কুমুদিনী-শোকে তরু, ব্যাধ আত্মহারা।

"তুমি যারে চাহ, অন্যে আসক্তা সে নারী,
সে লোক অপরাসক্ত, প্রণয় তোমারি
যাচে অন্যা, ধিক্ একে তাহাকে উহাকে
কামকে নিজেকে," বলি' আন সান্ত্বনাকে।

"অজ্ঞ সুখতোষ্য, আরো তোষিতে সুকর
বিশেষজ্ঞ, জ্ঞানলব-দুর্ব্বিদগ্ধ নর
ব্রহ্মারও অতোষ্য ; শশী দিবস-ধূসর,
গলিত-যৌবনা নারী" ; বলি' খেদ কর।

''নিন্দি''যদি লোকে হয় হরষে বিভোর,
অযত্ন সুলভ ইহা অনুগ্রহ মোর ;
পরতুষ্টিহেতু নর করে বিসর্জ্জন
ধনও, দুঃখেতে হয় যাহার অর্জ্জন।"

''স্মরস্মের বিলাসিনী অথবা ভূধর,
কাহার নিতম্ব সেব্য ?" না মিলে উত্তর ;
সুন্দরী ও দরী মধ্যে প্রভেদ বিশেষ
বুঝে শেষে কর স্থির সেবিতব্য শেষ।

''হেধনী তব যে তৃপ্তি দুকূল-গৌরবে
সহজে লভি তা' আমি বল্কল-বিভবে,
মন রাজি হ'লে কোথা অভাবের ক্লেশ ?
কে ধনী দরিদ্র কেবা ?" সত্য উপদেশ।

"আশা নদী, মনোরথ সলিল তাহার,
রাগ গ্রাহ, মোহ ভ্রমি ভীষণ দুষ্পার,
চিন্তা তুঙ্গতট, করে ধর্ম্ম-দ্রুম-পাত
প্রচণ্ড উত্তাল তৃষ্ণা-তরঙ্গ-আঘাত ॥"

ভ্রাতর্ব্যোম মাতঃক্ষিতি অগ্নিবায়ু জল,
বন্ধুরা! বিদায় যাচি, হইনু নির্ম্মল
তোমাদের সঙ্গ লভি, কর অনুমতি,
পরব্রহ্মে হব লীন," সুন্দর মিনতি।

কি কথা শুনালে মিষ্ট কি সত্য সরল;
"যৌবনে নেহারী পিয়ে মদন-গরল
ধরা সব নারীময়, এবে জ্ঞানোদ্ভব,
সমীভূত দৃষ্টি, হেরি ব্রহ্মময় সব।"

ধ্যান।

ধ্যানে নিমগন যোগী, মুদিত কমল-আঁখি দুটি,
রক্ত কর দুটী রাখি ক্রোড়ে বুঝি পদ্ম উঠে ফুটি;
সমুন্নত স্থির দেহ, স্নিগ্ধ রশ্মিজাল-বিচ্ছুরিত,
প্রফুল্ল কমল-মুখ, ঢলঢল প্রশান্ত ললিত।

নিরুদ্ধ ইন্দ্রিয়দ্বার, প্রত্যাহৃত ধ্যেয়ে সমাহিত,
নিবাত-নিষ্কম্প-দীপ-শিখাসম, মন সুসংস্থিত,
নবউষারাগমৃষ্ট স্থির হ্রদে সকল কমল
এখনো জাগেনি ভাল, দুচারিটী নিদ্রায় বিহ্বল।

জগতের কোলাহলে সুখে দুখে অস্পৃষ্ট অন্তর,
কি অপূর্ব্ব সম্মোহন জ্যোতি হেরে নিজের ভিতর,
কি অমৃত স্রোত বহে, ক্ষুধা তৃষ্ণা সকল বেদন
ভুলিয়া আপনা হারা, চিদানন্দে একান্ত মগন।

কি আনন্দ! মুখে যাহা স্ফুট কিন্তু বলা নাহি যায়,
হৃদয় ভরিয়া গেছে আনন্দের অমৃত-ধারায়;
"ভোক্তার অজ্ঞাত উহা, অভোক্তার জ্ঞাত", কি বিস্ময়!
এ আনন্দ অপরূপ, অনির্দ্দেশ্য, জানাবার নয়।

চিত্তরোধ, কুলশক্তি, বিজ্ঞানপ্রবাহ, তত্ত্বলয়,
নামে কিবা প্রয়োজন? বিবাদের কেবল বিষয়;
গোলাপ নির্গন্ধ কভু হয়না ত ভিন্ন নাম দিলে,
"নামরূপ" 'তুচ্ছ, তাহে অমৃতের সন্ধান কি মিলে?

কৈবল্য নির্ব্বাণ, মোক্ষ,—কিবা লাভ ইহাতে বিশ্বের ?
শঙ্কর চৈতন্য বুদ্ধ, মূর্ত্তি এঁরা বিশ্বের হিতের ,
মৌনী, কিন্তু সুমধুর উপদেশে সান্ত্বনে মুখর,
স্বকর্ম্মনিরত, তবু পরপাপক্ষালনে তৎপর ।

দেশধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ধ্যানের গরিমা সুপ্রকাশ,
গুহাগূঢ় কিন্তু ব্যাপ্ত চারিদিকে ইহার সুবাস,
যোগার সমাধিস্থান সিদ্ধক্ষেত্র পূততীর্থ হয়,
ধ্যান স্বার্থ-নিষ্ঠ নহে, বিশ্ব ইথে প্রতিষ্ঠিত রয় ।

মুক্তি শুধু পণ্ডিতের উক্তি নহে কিংবা কবি-ধন,
কবিও পণ্ডিত হয় সুন্দরের পাইলে দর্শন ;
পাণ্ডিত্য-কবিত্বগর্ব্ব ব্যর্থ সেথা বৃথা অভিমান,
বিভু কৃপা ভিন্ন, কেহ করিতে পারে না মুক্তিদান ।

প্রার্থনা

বর্ষা গত, শরতের মহী
ধরিয়াছে অপরূপ বেশ,
প্রিয়জন-সঙ্গত বিরহী,
যাতনা-যামিনী হল শেষ।

রহে আলো করি জলস্থল,
শেফালিকা কুমুদ কহ্লার
স্থলপদ্ম করবী কমল
জবা আদি কুসুম-সম্ভার।

প্রসন্ন গগণতল নীল,
প্রসন্ন চন্দ্রমা তারাদল,
শান্তরয় প্রসন্ন সলিল,
চারিদিক্ প্রসন্ন উজ্জ্বল ;

নরনারী প্রসন্ন-অন্তর
আনন্দময়ীর আগমনে,
প্রসন্নতা-মাখা চরাচর,
অশ্রু কেন তোমার নয়নে ?

অবসন্ন দারিদ্র্যের ভারে,
সন্তানের হেরি ম্লান মুখ,
গৃহিণীর বাক্যক্ষুর-ধারে
দীর্ণ হিয়া, তাই বুঝি দুখ ?

হারায়েছ স্নেহের পুতলি,
কিংবা কোন প্রাণপ্রিয় জন ?
শোকসিন্ধু উঠিছে উথলি,
তাই এই নীরব রোদন ?

কেন কাঁদি কি দিব উত্তর ?
হেতুবাদে ব্যর্থ প্রয়োজন,
বাধ্য নহে দুরন্ত অন্তর,
হাসে কাঁদে ইচ্ছায় আপন।

সোনালী কিরণে আলো-করা
অতীতের পূরব গগণ,
বিচিত্র স্মৃতির চিত্রে ভরা,
করে তৃপ্ত কভু ক্ষুব্ধ মন।

শোকসিন্ধু-দুস্তর সংসার,
সুখ জল-বুদ্‌বুদের প্রায়,
কেহ নাহি হৃদয় যাহার,
অসংস্পৃষ্ট ব্যথা-বেদনায়।

শোক দুঃখ নিত্য সহচর,
নহে তাহা তত বিক্ষোভন,
বর্ত্তমান-সহন সুকর,
মর্ম্মদাহী অতীত-বেদন।

শোকদুঃখ-নিরাশা-আঁধার—
মলিন হৃদয়ে সুখ-স্মৃতি,
ফুটি রেখামত চপলার,
আনে শুধু বিরাগ বিকৃতি।

কেন কাঁদি বুঝাব কেমনে?
দীপ্তালোক প্রমোদনিশায়
সহসা আঁধার-আবরণে
গীতস্রোত যদি থেমে যায়,

অকূল জলধিমাঝে তরি,
কিংবা যদি ডুবে যায়, তবে
যে দশা সম্ভবে ভয়ঙ্করী,
এই ভাব বুঝি তাই হবে।

ধূধূ করে হৃদয়-প্রান্তর,
নাহি তরুচ্ছায়া দুর্ব্বাদল,
নাহি চারু-পক্ষি-কলস্বর
কিংবা জল সুস্বাদু শীতল।

হেরি শুধু কণ্টক কঙ্কর
পথহীন দুর্গম অসীম,
আসে বুঝি দুরন্ত তস্কর,
জীবনের মুহূর্ত্ত অন্তিম।

শূন্য মহাশূন্য চেপে ধরে
নিরালম্ব হৃদয়-প্রাণীরে,
কাতরে ডাকে সে যুক্ত করে
জননীরে, ভাসে অশ্রু-নীরে,

একি হল কোথা গেল তব
মাগো! বিশ্ব-আলো-করা রূপ,
কোথা পুষ্প-নৈবেদ্য-বিভব,
কোথা দীপ দিব্যগন্ধ ধূপ?

কোথা প্রেম বিশ্বাস ভকতি,
কোথা সব পূজা-আয়োজন,
কোথা সেই প্রাণের প্রণতি,
কোথা স্তুতি আত্মসমর্পণ?

পূজিছে একান্তে তোমা যবে
নিমগন ধ্যান-ধারণায়,
অধীর আনন্দে হর্ষে সবে,
ভাসি আমি অশ্রুর ধারায়।

বর্ত্তমান ভবিষ্যত মম
ধুয়ে গেছে, লুপ্ত একেবারে,
অতীতের বিকট বিষম
ছায়া আছে শুধু গ্রাসিবারে।

মুক্ত কর রাহুগ্রাস হতে,
অতীতের স্মৃতিরেখা গুলি
মুছে যাক্, যেন কোন মতে
যাপি' কটা দিন, সব ভুলি।

মহাকালজায়া! কালবোধ-
স্রোত রুদ্ধ কর, কতবার
চেষ্টিনু করিতে চিত্তরোধ,
চাহ কৃপাদৃষ্টিতে এবার।

পণ্ডশ্রম, তপস্যা বিফল,
বৃথা চিত্ত-ইন্দ্রিয়-বিজয়,
গ্রাম্যসুখে হয় যে চঞ্চল
লুব্ধ ভ্রান্ত এখনো হৃদয়।

কোথা পুণ্যব্রত কল্পবাস,
কোথা কৃমিক্লেদ-পূর্ণ কূপ?
তেজদর্পদম্ভে পরিহাস
করে এই পতন বিরূপ।

অশক্তি-দৌর্ব্বল্য-মুদ্রাঙ্কিত
প্রতি অঙ্গ মন যার, তার
মুখ অশ্রু-ক্ষার-দিগ্ধাসিত
সাজে ভাল, হাসি কদাকার।

খুলে যাক্ বদ্ধ রুদ্ধ যত
মরমের দ্বার, একেবারে
শূন্য সব রন্ধ্র ছিদ্র শত
ভরে থাক্ অশ্রু-পারাবারে ;

ভেসে যাক্, ধুয়ে যাক্ পাপ
পুণ্য সুখ দুঃখ অভিমান,
শোক-জ্বালা সব বহ্নিতাপ,
আশাদীপ হউক্ নির্ব্বাণ।

উদ্বেল সে অশ্রু-সিন্ধুতলে
পীযূষ সুগুপ্ত পেতে সাধ,
হয়ত মরিব হলাহলে,
ডুবে যাব জলে বা অগাধ ;

তখন তোমার যেন মাগো !
বিশ্বসঞ্জীবনী মূর্ত্তি খানি
রক্ষে, যোগনিদ্রা হতে জাগো,
বোধন-পদ্ধতি নাহি জানি।

জানি শুধু অশরণ-দীন-
পরিত্রাণ-নিরতা জননী,
নিদ্রিত বা হও নিদ্রাহীন,
সদা রক্ষ সন্তানে আপনি।

এইমাত্র বিশ্বাস সম্বল,
সুধা-আশে চিত্ত উঠে নাচি,
জানি গো দুর্ল্লঙ্ঘ কর্ম্মফল,
তাহা সহিবারে শক্তি যাচি।

সব স্মৃতি চিন্তা জ্ঞান যেন
তোমাকে আশ্রয় করে জাগে,
দগ্ধকে দহন আর কেন ?
হতভাগ্য এই ভিক্ষা মাগে।

মনসিজের দৌরাত্ম্য

কি খেলা খেলিছ তুমি লয়ে পঞ্চশর,
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর,
করিছ হৃদয় কত ক্ষত জরজর,
যন্ত্রণাবিধুর,
কমল অশোক মল্লী চূত ইন্দীবর,
বটে ফুলশর,
বজ্রসার কিন্তু তাহা অতি ভয়ঙ্কর,
হয় প্রাণহর।

সৌন্দর্য্যনির্ঝরধারা তোমার আকৃতি,
ত্রিদিব-ললাম,
"বিষকুম্ভ পয়োমুখ" তোমার প্রকৃতি,
কেন ক্রূর বাম?
প্রত্যয়-অত্যয়কারী ভক্তে বিধিমতে
করহে লাঞ্ছিত,
মরীচিকা-ভ্রমে তব পিছে শতে শতে
ধায় পিপাসিত।

দেশকাল-নির্ব্বিশেষে সমান প্রভাব
ধর রতিপ্রিয় !
ত্রিভুবন-সম্মোহন তোমার আরাব
সর্ব্ব-পূজনীয়,
বিশ্বৈক-বিজয়ী বীর, রুদ্রক্রোধানলে
প্লুষ্ট কান্ত তনু,
অনঙ্গ ! অধিজ্য তবু নানারঙ্গে জ্বলে
তব পুষ্প ধনু ।

হইয়া উত্তীর্ণ বহ্নি-পরীক্ষা বিষম
গর্ব্বোল্লাস-স্ফীত,
করনা দৃক্‌পাত কারে নির্ভীক নির্ম্মম
আরো তব চিত ।
দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ তুমি অসীম বিশ্বের
একচ্ছত্র রাজ,
অশেষ দুর্গতি কর প্রকৃতিপুঞ্জের,
হয় না কি লাজ ?

সত্য বটে কেহ কেহ বিদ্রোহী স্বাধীন
হইবারে ধায়,
দাসত্বশৃঙ্খল টুটে, মৃত্যু-ভয়-হীন,
প্রভুত্ব না চায়,

তাই বুঝি রুদ্র মূর্ত্তি তব ঘন ঘন
ধনুর টঙ্কার,
একের দোষেতে শাস্তি সবার কেমন
এ তব বিচার ?

পারিবে কি শাসিবারে ? প্রমুক্ত-বন্ধন
হইয়াছে যারা,
তাদের অধীনে পুন আনিতে যতন
ব্যর্থ, শক্তিহারা
একান্তদুর্ব্বল তুমি, তেজে গরীয়ান্
তাঁরা মহাপ্রাণ,
অমৃতের বরপুত্র, দীপ্ত বিবস্বান্,
মুক্তির সন্তান।

সঙ্গতি-বিচার-বুদ্ধি কিছু নাহি ধর,
অবিমৃশ্যকারী,
রাজপুত্রী তাপসীরে পাছে সক্ত কর,
রুচি বলিহারী ;
তাইত কলঙ্ক তব "অন্ধ" বলে রটে,
প্রভাবে তোমার
স্তুতিনিন্দা-নির্ব্বিকার ! অঘটন ঘটে
কত চমৎকার !

রাজ্য হয় ছারখার, রাজা দীনহীন,
তোমার মায়ায়,
ইন্দ্রত্ব খসিয়া যায়, তপ হয় ক্ষীণ,
সমাধি লুকায় ;
সংহর ভৈরবলীলা, শান্ত কর সবে,
পাগল প্রেমিক,
এত রূপ এত প্রেম, কেন এত ভবে
নির্ঘৃণ দাম্ভিক ?

ভ্রূবিলাস কিবা স্নিগ্ধ নয়ন-পল্লব,
হে কবিবল্লভ,
কাব্যলক্ষ্মী-হেমহার, চতুর কিতব,
নহত করভ,
জাননা কি গুণ-শূন্য রূপ কাম্য নয়,
লোকে এই কয়,
মধুর মধুর সখা কর মধুময়
হৃদয়-আশয়।

শ্রীহর্ষ

নিপুণ শ্রীহর্ষ কবি, বিদিত ভারতে
শ্রীহর্ষবর্দ্ধন নামে থানেশ্বর হতে
কনৌজ, বিশাল-রাজ্য-অধীশ্বর ধীর
বিদ্বান্‌পালক সূরি পরাক্রান্ত বীর।

'রত্নাবলী' 'নাগানন্দ' স্থাপিল তোমার
জগতে বিমল কীর্ত্তি, সার অহিংসার
প্রণয়ের কর্ত্তব্যের কেমন দেখালে,
হোলি-খেলা-মধুচিত্রে সকলে ভুলালে।

বৎসরাজ উদয়ন লভে সাগরিকা,
অতর্কিতে দোলে গলে রতন-মালিকা ;
বিধি অনুকূল হলে ঘটে অঘটন,
সাগর হতেও আসে অভিমত জন।

বাণভট্ট ঘোষে "হর্ষচরিতে" সুযশ
তব অবদান-কথা, করিবারে বশ
প্রবল অরিকে তুমি কর অভিযান,
বীরত্ব কবিত্বাপেক্ষা আকর্ষে সম্মান।

প্রবাদ প্রাচীন এই, করে প্রচারিত
স্বরচিত গ্রন্থ করি' রাজনামাঙ্কিত
আশ্রিত ধাবক কবি অর্থের কারণ,
বিচিত্র এরূপ রীতি, বিরল এখন।

পঞ্চশত বর্ষ পরে পাণ্ডিত্য-প্রভায়
উজলি চৌদিক পুন আসিলা ধরায়
নূতন শ্রীহর্ষ কবি, 'নৈষধ'-প্রণেতা
'খণ্ডন-খণ্ডন-খাদ্যে' দার্শনিক-জেতা।

অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তি, আশ্চর্য্য কল্পনা,
পদের লালিত্য কিবা গাম্ভীর্য্য ব্যঞ্জনা!
গড়িতে নায়িকা-মুখ খনিয়া চন্দ্রের
সব সুধা ঢালে, তাই দাগ কলঙ্কের!

নায়কের রূপ বিদ্যা বীর্য্য যশশ্ছটা,
হংসের বিচিত্র দৌত্য, স্বয়ম্বর-ঘটা,
কামাদির ধর্ম্ম, প্রেম, কলির বঞ্চনা,
বিরহ, চার্ব্বাকবাদ,—অপূর্ব্ব বর্ণনা।

স্মৃতি

শৈশব তখনো তার স্বর্ণরশ্মি-জাল
ক[illegible] নাই প্রত্যাহৃত, রাজটীকা ভাল
তখনো উজলি' ছিল, রক্তিম মৃদুল
অধরে ফুটিতেছিল হাসিরাশি ফুল ;

নব নব রূপে গন্ধে শব্দে স্পর্শে রসে
প্রলুব্ধ বিহ্বল মত্ত, ব্যাকুল [illegible]ষ
প্রকৃতিকে বক্ষে টানি' তৃপ্তির আরাম
লভে সে, ভাবে সে ধরা বুঝি ইন্দ্র-ধাম

সেই গৃহ স্নেহাগার, যেথায় কেবল
আদর মমতা মায়া সখ্য নিরমল,
স্বজনের প্রীতিভরা নয়ন-কমল,
প্রমোদ উল্লাস নিত্য উৎসব মঙ্গল ;

খনো জড়িত মনে স্বরগের স্মৃতি,
সারল্যে আনন্দে ভরা মধুর প্রকৃতি,
সবাই আত্মীয় মিত্র, নহে কেহ পর,
সর্ব্বনাশী ভেদাভেদ-জ্ঞান অগোচর ;

হে মাহেন্দ্রক্ষণে দেব দিব্য জ্যোতি তব
হৃদয়ের প্রতি রন্ধ্র ভরি' শূন্য সব
সহসা চমকে, যেন মোরে অন্ধ
ছায়া মত ভাসে তাহা এখনো অন্তরে।

তারপর যৌবনের প্রথম উন্মেষে,
চলিলাম যেন কোন স্বপনের দেশে,
কি বিচিত্র বর্ণ সেথা লোচনলোভন,
সে কি পরীরাজ্য কিম্বা মায়ার কানন;

রূপের বিরোধ দ্বন্দ্ব সেথা অপগত,
নববেশে প্রতিভাত মূরতি নিয়ত,
কখন ভীষণ রুক্ষ, মানসমোহন,
কভু রুদ্র প্রকম্পন, প্রাণ-সন্তর্পণ;

বাসিত অগুরু-ধূপে, পূতিগন্ধময়
কভু, বহ্নি-ঝঞ্ঝা বহে কখন মলয়,
এই ভেঙে যায়, পুন গড়ে উঠে ক্ষণে,
"গন্ধর্ব্ব নগর" যেন বালুকার বনে;